দৈনিক সংবাদ

FEB. 02 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলের ৩ গ্রুপ ভাগ করে নিয়েছে একমাত্র হলের সকল সিট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, সিলেট কার্যালয় ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিবদমান বিভিন্ন গ্রুপ সমঝোতার মাধ্যমে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ছাত্রদের একমাত্র শাহপরান আবাসিক হলের সিটগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে।

১৯৯৬ সালে বিএনপির পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে ছাত্রলীগ শাবিপ্রবি ছাত্রদলকে শাহপরান হল থেকে বিতাড়িত করে। ওই সময় নানা সন্ত্রাসী ঘটনায় কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়।

পরবর্তী পাঁচ বছরে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল কোন সভা-সমাবেশ-মিছিল করতে পারেনি। এমনকি শাবিপ্রবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনে সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদ পেলেও ছাত্রলীগের বাধার কারণে করতে পারেনি অভিষেক অনুষ্ঠান। তারা নামকরণবিরোধী আন্দোলনের সময় ছিল ছাত্র শিবিরের পেছনে। এতে স্বাভাবিকভাবেই সাংগঠনিক দিক দিয়ে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং নেতা-কর্মী-সমর্থকরা মনোবল হারিয়ে ফেলে।

গত বছর মধ্য জুলাইয়ে ক্ষমতায় আসে আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ছাত্রদল এ সুযোগকে কাজে লাগাতে এর কয়েকদিন আগে থেকেই শাবিপ্রবি ক্যাম্পাস দখলের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। সফলও হয়।

ছাত্রদল গত ২২শে জুলাই হুমকি দেয়, পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ বৈধ ছাত্রদের হলে ওঠার ব্যবস্থা না করলে সংগঠনের শাবিপ্রবি শাখা নিজ দায়িত্বে তা করবে। সেই সঙ্গে বেশকিছু দাবি উত্থাপন করে।

উল্লিখিত দাবিগুলো পূরণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় ছাত্রদল আহূত দু'দফায় মাসখানেকের ধর্মঘটের জের ধরে পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় গত ৯ই সেপ্টেম্বর শাবিপ্রবি অনির্দিষ্টকালে জন্য বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদেরকে বিছানাপত্রসহ হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

গত ১০ই অক্টোবর থেকে শাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ হলগুলো কেবলমাত্র বৈধ ছাত্রদের জন্য খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও ছাত্রদলের বাধার কারণে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী-সমর্থকরা শাহপরান হলে উঠতে ব্যর্থ হয়।

শাহপরান হল দখল এবং ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর জের ধরে গত ৭ই নভেম্বর দু'গ্রুপের সংঘর্ষে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরো জটিল। ওই ঘটনায় আহত হয় একজন। ছাত্রলীগও আহ্বান করে ধর্মঘট। এ অবস্থায় শাবিপ্রবি কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

গত ১৩ই নভেম্বর রাতে শাবিপ্রবির তখনকার উপাচার্যের আহ্বানে ও সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ছাত্রলীগ আহূত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে পরদিন থেকে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে জেলা বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামাতে ইসলামী নেতৃবৃন্দ, পৌর চেয়ারম্যান ও কয়েকজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

ওই সভায় বিধি মোতাবেক শাবিপ্রবির শাহপরান হলে সিট বন্টনের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়; কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন ঘটেনি।